মিরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাজিম-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন এবং তাঁর কাছ থেকে কোম্পানির গভর্নর তাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ আদায় করে। নবাব ও কোম্পানির মাঝে শাসনকার্যের ভার কোম্পানি মনোনীত 'নায়েব-সুবা' নামক একজন কর্মচারীর উপর অর্পিত হয়। এছাড়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে নবাব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কিন্তু বাংলার সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার উপর কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে কোম্পানি কোনোরূপ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে না। অপরদিকে ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতির ফলে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে। কোম্পানির কর্মকর্তাগণ এই সংকটময় পরিস্থিতি দূর করার জন্য এবং বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানির শাসনকে সংহত করার জন্য লর্ড ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার গভর্নর নিযুক্ত করে কলকাতায় প্রেরণ করেন।

বক্সারের যুদ্ধের অল্পকাল পরে ক্লাইভ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলকাতায় আসার পর তাঁর সামনে মূল রাজনৈতিক সমস্যা ছিল বাংলার নবাব ও মুঘল সম্রাটের সঙ্গে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণ করা। কারণ-তিনি মনে করেন যে মুঘল সম্রাটের অবস্থা দুর্বল হলেও বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগের আইনগত অধিকার ছিল সম্রাটের। মুঘল সম্রাট যতই দুর্বল হয়ে যান তাঁর কায়া ও ছায়া যে ক্লাইভের প্রয়োজন তা তিনি উপলব্ধি করেন। কারণ মুঘল সম্রাটই ছিলেন তখন পর্যন্ত বাংলার নবাব নিয়োগ করার আইনগত অধিকারী। সুতরাং মুঘল সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন কোম্পানির কোনো কার্যকলাপই আইনসিদ্ধ ছিল না। এছাড়া বক্সারের যুদ্ধের পর সম্রাট শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানি কোনো সন্ধি স্বাক্ষর করেনি। অপরপক্ষে বাংলার নতুন নবাব মিরজাফর পুত্র নাজিমউদদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানির মধ্যে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ক্লাইভ তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ ক্লাইভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার নবাবকে নামমাত্র নবাবে পরিণত করে রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানির হাতে গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি ও অযোধ্যার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা অসুবিধাজনক হওয়ায় ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যেই কোম্পানির কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে সচেষ্ট হন।

ক্লাইভ তাই দ্বিতীয় শাহ্ আলম ও সুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে বদ্ধপরিকর হন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট এক সন্ধি স্বাক্ষর করে

Scanned with CamScanner

নবাবকে তাঁর রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। অযোধ্যার নবাবকে বিনিময়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজদের ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হয়। কেবলমাত্র কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমকে অর্পণ করতে চুক্তিবদ্ধ হন। অযোধ্যার পর মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমের সঙ্গে ক্লাইভ এলাহাবাদের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক সম্রাট শাহ্ আলমের ক্ষমতা ও মর্যাদা স্বীকৃত হয় এবং সুজা-উদ-দৌলার নিকট হতে প্রাপ্ত কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি সম্রাটকে অর্পণ করা হয় এবং তার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা শাহ্ আলমকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার 'দেওয়ানি' কোম্পানি লাভ করে। এছাড়া ইংরেজরা বাংলার নবাব নাজিম-উদ-দৌলাকে বাৎসরিক ভাতা হিসেবে ৫৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়। এই দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি রাজ্যের রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি মামলা বিচারের দায়িত্ব লাভ করে। দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোম্পানির হস্তগত হয়। বাংলার নবাব নাজিম-উদ-দৌলা ব্রিটিশের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন।

Scanned with CamScanner